

০৫-১২-১৭ ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" মধুবন রিভাইসঃ ১৫-১২-১৭

"স্মৃতি স্বরূপ, অনুভবের প্রতিমূর্তি হয়ে সেকেণ্ডে তীরগতিতে পরিবর্তন করে পাস উইথ অনার হও"

এক হল পরমাত্ম পালনার ভাগ্যরেখা। দ্বিতীয় হল শ্রেষ্ঠ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার ভাগ্যকে দেখলেন। তৃতীয় হল সুন্দর দ্বারা শ্রীম - এর ভাগ্যকে দেখলেন। এমনিতে তো তোমাদের অসীম ভাগ্য, তবুও আজ আজ বিশেষ এই তিনটি রেখাকে দেখছেন। তোমরাও তোমাদের ললাটে ঝলমলে রেখাগুলিকে অনুভব করছ তাই না! সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হল পরমাত্ম পালনার রেখা। বাবা যেমন উচ্চ থেকে উচ্চ, তেমনি পরমাত্ম পালনাও হল উচ্চ থেকে উচ্চ। এই পালনা কত অল্প জনেরই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমরা সবাই এই পালনার পাত্র হয়েছ। এই পালনা সমগ্র কল্পে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এই একবারই প্রাপ্ত হয়। এখন নয় তো কখনোই প্রাপ্ত হতে পারে না। এই পরমাত্ম পালনা, পরমাত্ম ভালোবাসার, পরমাত্ম প্রাপ্তি কোটিতে কোনো কোনো আত্মার অনুভব হয়। তোমরা সবাই এর অনুভবী, তাই না! অনুভব আছে? পালনারও অনুভব আছে, পড়ারও এবং শ্রীমতেরও। তো নিজে ললাটে ভাগ্য নক্ষত্র ঝলমল করতে দেখা যায়? সবসময়? নাকি কখনো ঝলমল করে, কখনো নক্ষত্র ডালও (ফ্যাকাসে) হয়ে যায়? এর কারণ কি? জানো?

বাপদাদা দেখছেন যে তার কারণ এটাই যে স্মৃতি-স্বরূপ হয়ে উঠতে পারনি। ভাবো যে আমি হলাম আত্মা, কিন্তু সেই ভাবনা স্বরূপ হয়ে পড়ো, স্মৃতি স্বরূপ কম হও। যতক্ষণ না স্মৃতি স্বরূপ সব সময়ের জন্য না হয়ে উঠেছে... স্মৃতিই সমর্থী করে তুলবে। স্মৃতি স্বরূপই হল সমর্থ স্বরূপ। সেইজন্যই ভাগ্য নক্ষত্র কম ঝলমল করছে। নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো যে বেশি সময় ভাবনা স্বরূপ থাকো নাকি স্মৃতি স্বরূপ থাকো? ভাবনা স্বরূপ হলে ভাবনা চিন্তা তো খুব ভালোই করো - আমি হলাম এই, আমি হলাম ওই... কিন্তু স্মৃতি না থাকার কারণে ব্যর্থ সংকল্পের সাথে সাধারণ সংকল্পও মিক্সড হয়ে যায়। বাস্তবে দেখা যায় যে তোমার অনাদি স্বরূপ হল স্মৃতি তথা সমর্থ স্বরূপ। ভাবনায় নয়, স্বরূপ। আর আদিতে আমিও এই সময়ের স্মৃতি স্বরূপের প্রালঙ্ক প্রাপ্ত হয় না। তো অনাদি এবং আদি স্বরূপ হল স্মৃতি স্বরূপ, এই সময় অগ্রিম বা শেষের সঙ্গম সময়েও স্মৃতি স্বরূপ হয়ে ওঠে। তো আদি অনাদি এবং অগ্রিম - এই তিনটি কালের স্মৃতি স্বরূপ। ভাবনা স্বরূপ নও। সেইজন্য বাপদাদা আগেও বলেছেন যে বর্তমান সময়ে অনুভবের প্রতিমূর্তি হওয়া হল শ্রেষ্ঠ স্টেজ। ভাবো যে আমি হলাম আত্মা, পরমাত্ম প্রাপ্তি রয়েছে। কিন্তু বোঝা বা ভাবা আর অনুভব করা - দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে। যে অনুভবী মূর্ত, সে কখনোই মায়ার ধোকা খেতে পারে না, না পারে দুঃখের অনুভূতি করতে। এই যে মাঝে মাঝে মায়ার খেলা দেখতে পাও, বা খেলাও খেলে থাকো, তার কারণ হল অনুভবী মূর্ত হওয়ার অভাব। অনুভবের অথরিটি হল সব থেকে শ্রেষ্ঠ। তো বাপদাদা দেখলেন যে কোনো কোনো বাচ্চা ভাবে, কিন্তু অনুভবের দ্বারা প্রাপ্তি করতে চায়। তো অন্যদেরকে অনুভব করাতে অনুভবীই পারে। আর অনুভবী আত্মা সদা সামনে এগিয়ে যায়, উড়তে থাকে। কেননা অনুভবী আত্মার মধ্যে উসাহ উদ্দীপনা সদা ইমার্জ রূপে থাকে। তো চেক করো, প্রতিটি পয়েন্টের অনুভবের প্রতিমূর্তি হয়েছে? অনুভবের অথরিটি তোমার সকল কর্মে প্রত্যক্ষ গোচর হয়? প্রতিটি বোল, প্রতিটি সংকল্প অনুভবের অথরিটি দ্বারা হয় নাকি কেবল ভাবনার আধারে হয়? এক হল বোঝা, দ্বিতীয় হল অনুভব করা। প্রতিটি সাবজেক্টে, জ্ঞানের পয়েন্টস বর্ণন করা, সেটা তো বাইরের স্পীকারও খুব ভালো স্পীচ করতে পারে। কিন্তু প্রতিটি পয়েন্টের অনুভবী স্বরূপ হওয়া, সে-ই হল জ্ঞানী আত্মা। যোগ তো অনেকই লাগতে পারে, যোগে অনেকই বসতে পারে, কিন্তু যোগের অনুভব অর্থাৎ স্মৃতি স্বরূপ হওয়া এবং শক্তি স্বরূপের পরখ হবে তখনই যখন যে শক্তির প্রয়োজন, সেই সময় সেই শক্তির আহ্বান করে নির্বিঘ্ন স্বরূপ হয়ে যাবে। যদি একটিও শক্তির অভাব থাকে, বর্ণনা করছ, কিন্তু স্বরূপ না হলে সেই সময়ে ধোঁকা খেয়ে যেতে পারে। প্রয়োজন সহনশক্তি আর তুমি যদি ইউজ করো মোকাবিলা করবার শক্তিকে, তবে তো অনুভবী স্বরূপ বলা যাবে না। চারটি সাবজেক্টে স্মৃতি স্বরূপের অনুভব। স্বরূপের লক্ষণ কি হবে? স্থিতিতে নিমিত্ত ভাব, বৃত্তিতে সদা শুভ ভাব, আশ্বিক ভাব, নিঃস্বার্থ ভাব, বায়ুমন্ডলে বা সঙ্কল্প-সম্পর্কে সদা নির্মাণ ভাব, বাণীতে সদা নির্মল - বাণী। এই সব বিশেষত্ব অনুভবী মূর্ত - এর সব সময়ে ন্যাচারাল হবে। ন্যাচারাল নেচার। এখন কোনো কোনো বাচ্চা কখনো কখনো বলে থাকে - আমি চাইছিলাম না এটা করতে, কিন্তু আমার পুরানো নেচার এটা। নেচার ন্যাচারাল কাজ সেটাই করে, ভাবতে হয় না। কিন্তু নেচার ন্যাচারাল কাজ করে। তো নিজেকে চেক করো - আমার ন্যাচারাল নেচার কি? যদি কোনো পুরানো নেচারের অংশমাত্রও থেকে থাকে, তবে, প্রতি কাজে আসতে আসতে পান্ডা সংস্কার হয়ে যায়। সেটাকে সমাপ্ত করবার জন্য পুরানো নেচার, পুরানো স্বভাব, পুরানো সংস্কারকে সমাপ্ত করতে চাও, কিন্তু করতে পার না, তার কারণ কি? নলেজফুল তো সবাই হয়ে গেছ, কিন্তু যেটা চাও যে হওয়া উচিত নয়, কিন্তু হয়ে যায়। কারণ কি? পরিবর্তন করবার শক্তির অভাব। মেজরিটির মধ্যে দেখা যায় পরিবর্তন শক্তি, বুঝতে পারে, বর্ণনও করে, যদি সবাইকে পরিবর্তন শক্তির টপিকের উপরে লিখতে বলা হয় বা ভাষণ দিতে বলা হয়, তো বাপদাদা মনে করেন সকলেই সেই বিষয়ে খুব হোশিয়ার, খুব ভালো ভাষণও করতে পারবে, লিখতেও পারবে আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি এলে তাকে বোঝায়ও খুব ভালো - কোনো ব্যাপার নয়, পরিবর্তন করে দাও। কিন্তু নিজের মধ্যে

পরিবর্তন করবার শক্তি এবং বর্তমান সময়ের মহত্বকে জেনে পরিবর্তন করতে সময় অতিবাহিত করা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে পরিবর্তন করবার শক্তি, কেননা যখন বোঝে যে হওয়া উচিত, বুঝতে পারলেও যদি পরিবর্তন করতে না পারে, তার কারণ হল - ভাবো যে করতে হবে, কিন্তু স্বরূপ হয়ে উঠতে পারেনি। ভাবনা স্বরূপ বেশি হয়ে ওঠে সারাদিন। স্মৃতি তথা সমর্থ স্বরূপ - তা মেজরিটির মধ্যে কম। এখন হল তীব্রগতির সময়, তীব্র পুরুষার্থের সময়। সাধারণ পুরুষার্থের সময় নেই, সেক্ষেত্রে পরিবর্তনের অর্থ হল - স্মৃতি স্বরূপ দ্বারা এক সেক্ষেত্রে নির্বিকল্প, ব্যর্থ সংকল্প যাতে নিবৃত্ত হয়ে যায়। কেন? সময়কে সমাপ্তির সমীপ নিয়ে যেতে তোমরা নিমিত্ত হয়েছ। তো এখনকার সময়ের মহত্ব অনুসারে যখন জানোও যে প্রতিটি কদমে পদম সমাধিত রয়েছে, তা বৃদ্ধি করতে হবে সেটা তো বৃদ্ধিতে রাখো, তবে হারিয়েও যেতে পারে - সেটাকেও তো বৃদ্ধিতে রাখো। কদমে যদি পদম হতে পারে, তবে তো পদম হারানোও হবে, নাকি? তো এখন মিনিটেরও ব্যাপার আর নেই, অন্যদের ক্ষেত্রে তো বলে থাকো ওয়ান মিনিট সাইলেন্সে থাকো, কিন্তু তোমাদের জন্য সেক্ষেত্রে বিষয় হওয়া উচিত। হ্যাঁ কিম্বা না - ভাবতে কতটা সময় লাগে? সেক্ষেত্রে তো পরিবর্তন শক্তি এতটাই ফাস্ট চাই। বুঝলে এটা ঠিক বা ঠিক নয়, তো যেটা ঠিক নয় সেটাতে বিন্দু লাগাও, আর যেটা ঠিক সেটাকে প্র্যাকটিকলে নিয়ে আসতে হবে। এখন বিন্দুর মহত্বকে কার্যে প্রয়োগ করো। তিন বিন্দুকে তো জানই - তাই না! কিন্তু বিন্দুকে সময় মতো কাজে লাগাও। সায়েন্টিস্টরা যেমন সব কিছুই তীব্রগতিতে করছে, আর পরিবর্তনের শক্তিও বেশি করে কাজে লাগাচ্ছে। তো সাইলেন্সের শক্তিদ্বারীরা এখন লক্ষ্য রাখো। যদি পরিবর্তন করতে হয়, নলেজফুল হতে হয়, তবে পাওয়ারফুল হও, সেক্ষেত্রে গতিতে করছি, হয়ে যাবে.... করে ফেলব... না। হওয়া সম্ভব? নাকি কঠিন? কেননা লাস্ট সময়ের পেপার আসবে, মিনিটের নয়, তো সেক্ষেত্রে অভ্যাস বহুকালের হলে, তবেই সেক্ষেত্রে পাস উইথ অনার হতে পারবে, তাই না! তোমরা হলে পরমান্ব স্টুডেন্ট, পরমান্ব পাঠ পড়ছো, তো পাস উইথ অনার হতেই হবে, তাই না! কেবল পাস মাত্র নিলে তো কি নিলে। পাস উইথ অনার। কোন্ লক্ষ্য রেখেছ? যারা মনে করে পাস উইথ অনার হতে হবে তারা হাত তোলা, পাস উইথ অনার শব্দটি আন্ডারলাইন করবে। আচ্ছা।

তো এখন কি করতে হবে? মিনিট মোটর তো কম ("A motor a minute"), এখন হল সেক্ষেত্রে কাজ।

হ্যাঁ পাঞ্জাবের ভাই বোনেরা, এখন হল সেক্ষেত্রে মামলা। এতে নম্বর ওয়ান কে হবে? পাঞ্জাব? এমন কি বড় বিষয়। যতটা নেশার সাথে বলে থাকো খুব সুন্দর করে বলে থাকো, নেশার সাথে বলে থাকো, বাপদাদা যখন শোনে, খুব খুশি হন। তোমরা বলে থাকো - এমন কি ব্যাপার, বাপদাদা সাথে আছেন। তো সাথে তো অথরিটি আছেন, তো এখন কি করতে হবে? তীব্র হতে হবে এখন। সেবা তো করছো আর সেবা ছাড়া আর করবেই বা কি? খালি বসে থাকবে নাকি? সেবা তো হল ব্রাহ্মণ আত্মাদের ধর্ম, কর্ম। কিন্তু এখন সেবার সাথে সাথে সমর্থ স্বরূপ, যত সেবার উসাহউদ্দীপনা দেখিয়েছ, বাপদাদা তাতে খুশি। তার জন্মফাআভিনন্দন জা ন জানাচ্ছেন। কিন্তু যেমন সেবার রাজমুকুট প্রাপ্ত হয়েছে না, দেখো রাজমুকুট পরে আছে তো কত ভালো লাগছে। এখন স্মৃতি স্বরূপ হওয়ার রাজমুকুট পরে দেখাতে হবে তোমাদের। এটা তো ইউথ গ্রুপ তাই না! তো কামাল কি করবে? সেবাতেও নম্বর ওয়ান সমর্থ স্বরূপেও নম্বর ওয়ান। জনে জনে সন্দেশ পৌঁছে দেওয়াও ব্রাহ্মণ জীবনের ধর্ম এবং কর্ম। কিন্তু এখন বাপদাদা ইশারা দিচ্ছেন যে পরিবর্তনের মেশিনারিকে তীব্র করো। নইলে পাস উইথ অনার হওয়া কঠিন হয়ে যাবে। বহুকালের অভ্যাস চাই। ভাবা মাত্রই করো। শুধুমাত্র ভাবনা স্বরূপ হয়ো না, সমর্থ স্মৃতি তথা সমর্থী স্বরূপ হও। ব্যর্থকে তীব্র গতিতে সমাপ্ত করো। ব্যর্থ সংকল্প, ব্যর্থ বোল, ব্যর্থ কর্ম, ব্যর্থ সময় এবং সম্বন্ধ - সম্পর্কেও ব্যর্থ বাধিত, রীতি সব সমাপ্ত করো। যখন ব্রাহ্মণ আত্মারা তীব্রগতিতে এই নিজের ব্যর্থের সমাপ্তি করবে, তখন আত্মাদের আশীর্বাদ এবং নিজের পুণ্যের খাতা তীব্রগতিতে জমা করবে। বাপদাদা পূর্বেও বলেছেন যে বাপদাদা তিনটি খাতা চেক করে থাকেন। পুরুষার্থের গতির খাতা, আশীর্বাদের খাতা, পুণ্যের খাতা। কিন্তু মেজরিটির খাতা এখনও কম ভরপুর হয়েছে। সেইজন্য বাপদাদা আজ এই শ্লোগানটিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে এখন তীব্র হও, তীব্র পুরুষার্থী হও। তীব্রগতিতে সমাপ্ত কারী হও। তীব্রগতিতে মনসা দ্বারা বায়ুমন্ডল পরিবর্তনকারী হও। বাপদাদা একটি বিষয়ে সকল বাচ্চাদের উপরে খুব খুশিও। কোন্ বিষয়ে? বাবার প্রতি সকলের ভালোবাসা আন্তরিক, তার জন্মফাআভিনন্দন। কিন্তু তোমরা বলো তোমাদের এখন কি বলবো? এই সাজনের সমাপ্তি পর্যন্ত, এখনও সময় রয়েছে, এই সীজনের সমাপ্তি পর্যন্ত তীব্র গতির কিছু না কিছু অত্যুৎকর্ষতা দেখাও। কি পছন্দ? পছন্দ তো? যারা মনে করে লক্ষ্য এবং লক্ষণ দুটোই স্মৃতিতে রাখবে, তারা হাত তোলা। ডবল ফরেনার্সও রাখবে, টিচারও রাখবে। আর ইউথরাও রাখবে আর প্রথম সারিতে যারা বসে আছে তারাও রাখবে। তো পদম, পদম, পদমগুণ ইনঅ্যাডভান্সআভিনন্দনে জা তোমাদেরকে। আচ্ছা এখন কি করতে হবে?